মিল্ক ভিটা কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট উদ্বোধন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

১১ শ্রাবণ ১৪১৩ বাং
২৬ জুলাই ২০০৬ ইং

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
০৫ শ্রাবণ ১৪১৩
২০ জুলাই ২০০৬

বাণী

সমবায়ী কৃষকের প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড- মিল্ক ভিটার উদ্যোগে বাঘাবাড়িঘাট অঞ্চলে মিল্ক ভিটা সুইটেন্ড কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনাময় দেশ। দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যে অবদান রেখে চলেছে তা প্রশংসনীয়। মিল্ক ভিটার সুইটেন্ড কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট থেকে উৎপাদিত পণ্য দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি মিল্ক ভিটা সুইটেন্ড কনডেন্সড মিল্ক প্লান্টের সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের একমাত্র সমবায়ী দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটায় খাঁটি দুধ থেকে কনডেন্সড মিল্ক প্লান্টটি উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এটি একটি অনন্য অর্জন এবং সমবায়ীদের জন্য স্মরণীয় দিন। দেশের মানুষের পুষ্টির জন্য যে দুগ্ধের প্রয়োজন, সমবায় প্রতিষ্ঠান সেটা যোগান দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজকের এ প্লান্ট থেকে কনডেন্সড মিল্ক উৎপাদন করে পুষ্টিসমৃদ্ধ পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় দায়িত্ব পালনে মিল্ক ভিটা সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরো একধাপ এগিয়ে গেল।

দেশে দুগ্ধ-ঘাটতি জনিত কারণে বছরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার গুঁড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান সরকার দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মিল্ক ভিটাসহ সংশ্লিষ্ট আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ লক্ষ্য অর্জনে দেয়া হচ্ছে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা। দেশব্যাপী দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া হলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও অল্পবিত্ত কৃষকদের জীবিকার্জনের পথ উন্মুক্ত হবে। এ দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করে 'শ্বেত-বিপ্লব' এর মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনে অতি অল্প সময়ে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে দুগ্ধ আমদানীতে যে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তা সাশ্রয় হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিল্ক ভিটার দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

আমি মিল্ক ভিটার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(আবদুল মান্নান ভূঁইয়া)

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ তথা মিল্ক ভিটা দেশের গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক নিগৃহীত গ্রামে দরিদ্র্য ও প্রান্তিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের ছায়াতলে সংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এটি শহরাঞ্চলে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য সরবরাহ করে মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফ্রেশ দুগ্ধ থেকে কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে মিল্ক ভিটা উন্নয়নের আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে গুঁড়োদুধ আমদানী বাবদ যেখানে অর্থ ব্যয় হতো প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা, মিল্ক ভিটার সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ডের ফলে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে তা প্রায় ৩৬০ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৬.৫৪ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মিল্ক ভিটা সম্প্রসারণের এ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে সমর্থ হবে।

সমবায়ী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা একটি স্বাবলম্বী ও অনুসরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক এ কামনা করছি।

(রফিকুল ইসলাম)

নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর

বাণী

সমবায়ভিত্তিক একটি সফল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)। প্রতিটি মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠানটি অতি পরিচিত। গরীব কৃষক সমবায়ীদের নিকট থেকে মিল্ক ভিটা সমবায়ের মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ করে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। মিল্কভিটা কারখানার প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করে বিপুল সুনাম অর্জন করেছে। মিল্ক ভিটার এ সাফল্যের জন্য প্রতিটি সমবায়ীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

মিল্ক ভিটা গরুর দুধ থেকে কনডেন্সড মিল্ক তৈরীর জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, দুগ্ধ খাতে দেশ স্বনির্ভর হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে- এ আমার প্রত্যাশা।

কনডেন্সড মিল্ক তৈরীর কারখানা উদ্বোধনের এ শুভক্ষণটি প্রতিটি সমবায়ীর জন্য তথা জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আনন্দঘন এ লগ্নে আমি মিল্ক ভিটার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং প্রতিষ্ঠানটির আরও সাফল্য কামনা করছি।

(শেখ আলতাফ আলী)

এক নজরে মিল্ক ভিটা

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিত এক সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ। মিল্ক ভিটা পণ্য নামেই প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক পরিচিতি। 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মৌলিক দু'টি আদর্শের বাস্তবায়ন লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা : ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়-এর মাধ্যমে সুসংগঠিত করে, তাদের গবাদি পশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং খ) শহরাঞ্চলে-যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

১. প্রতিষ্ঠানের কারখানাসমূহ :

প্রকল্প ভিত্তিতে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সালের সময়সীমায় সরকারী বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠানের মোট পাঁচটি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র/কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ ও সরকারী ঋণ/ইক্যুইটি বিনিয়োগে মোট ১৭টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র/দুগ্ধ কারখানা স্থাপন করা হয়। কারখানা-স্থাপন কর্মসূচীর আলোকে চিরির বন্দর, কুড়িগ্রাম, স্বরূপকাঠি, তারাশ-রায়গঞ্জ,সাঁথিয়া, লালমনিরহাট, লালপুর-আহমেদপুর ও শাহজাদপুর পূর্বাঞ্চল ইত্যাদি এলাকায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপনা কাজ চলছে। শুধু তাই নয়, মিল্ক ভিটার কার্যক্রম আরো বিস্তৃতকরণের উদ্দেশ্যে বাঘাবাড়ী ঘাট কারখানায় 'মিল্ক ভিটা ইউ এইচ টি মিল্কপ্লান্ট,' 'কনডেন্সড মিল্ক ক্যান মেকিং প্লান্ট', 'মিনারেল ওয়াটার বোটলিং প্লান্ট', প্রধান কার্যালয় পরিসরে 'মিল্ক ভিটা চকোলেট প্লান্ট' ইত্যাদিরও স্থাপনা কাজ চলছে। বর্তমান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় মিল্ক ভিটা পরিচালিত কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত বিস্তৃতি লাভ করছে। এ নিরীখে প্রত্যাশিত যে, সরকার ঘোষিত 'শ্বেত-বিপ্লব' বাস্তবায়ন-এর মাধ্যমে আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দেশকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বনির্ভর করা হবে।

২. সমিতি তথ্য :

মোট প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি সংখ্যা	: ১৩৮৩টি
সমিতিসমূহে মোট সদস্য সংখ্যা	: ১,২৬,০০০ জন
সদস্যদের উপর নির্ভরশীল পরিবার সদস্যের সংখ্যা	: ০৬ (ছয়) লক্ষাধিক

গ্রাম পর্যায়ে প্রতিদিন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা সুবিধাসমূহ:

ক) কৃষকদের দুগ্ধের ন্যায্য মূল্য প্রদান; খ) গবাদি পশুর চিকিৎসা কার্যক্রম; গ) গবাদি পশুর টিকাদান কর্মসূচী; ঘ) গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম; ঙ) গো-খাদ্য উন্নয়ন কার্যক্রম; চ) সমিতি সম্প্রসারণ কার্যক্রম; ছ) গাভী ঋণ প্রদান কর্মসূচী; জ) প্রাথমিক সমিতির সমবায়ী ও কর্মচারীদের গো-সম্পদ উন্নয়ন সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম; ঝ) 'লাভ নয় লোকসান নয়' ভিত্তিতে গোখাদ্য বিতরণ কর্মসূচী।

৩. প্রতিষ্ঠানের পণ্য সামগ্রী:

মিল্ক ভিটা ব্রান্ডে প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিপণন করে থাকে- (ক) পাস্তুরিত তরল দুধ (খ) ফ্লেভার্ড মিল্ক (গ) মাখন (ঘ) ঘি (ঙ) ফুলক্রীম গুঁড়োদুধ (চ) ননীবিহীন গুঁড়োদুধ (ছ) আইসক্রীম (জ) চকোবার (ঝ) ললিজ (ঞ) মিষ্টি দই (ট) রসমালাই (ঠ) ফ্রেশ ক্রীম। এ ছাড়া মিল্ক ভিটা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পণ্য সামগ্রী বিপণন করা হবে- (ড) কনডেন্সড মিল্ক (ঢ) চকোলেট (ণ) ইউ এইচ টি ফ্লেভার্ড মিল্ক (ত) ইউ এইচ টি ফ্রেশ মিল্ক (থ) মিনারেল ওয়াটার।

৪. বিপণন কার্যক্রম :

(ক) **পাস্তুরিত তরল দুধ-** ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সিলেট মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, বি-বাড়ীয়া, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজারসহ দেশের অন্যান্য এলাকায়। (খ) **আইসক্রীম, চকোবার, মিষ্টি দই, রসমালাই-** ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ সিলেটের সকল এলাকা, উত্তরবঙ্গের সকল এলাকা, চাঁদপুর নোয়াখালী, ফেনী, বি-বাড়ীয়া, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, বরিশাল, ফরিদপুর, মাদারিপুর সহ অন্যান্য এলাকা। (গ) **গুড়োদুধ, মাখন, ঘি-** দেশের সকল এলাকায় বিপণন করা হয়। (ঘ) **কনডেন্সড মিল্ক, চকোলেট, ইউ এইচ টি ফ্লেভার্ড মিল্ক, ইউ এইচ টি ফ্রেশ মিল্ক ও মিনারেল ওয়াটার-** দেশের সকল এলাকায় বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. মিল্ক ভিটার আর্থিক অবস্থান :

প্রতিষ্ঠার পর হতে ১৯৯০-৯১ সাল পর্যন্ত মিল্ক ইউনিয়ন ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে। অতঃপর বিগত ১৯৯১-৯২ সালে সরকারের সহযোগিতায় মিল্কভিটার পরিচালনা পরিষদে গণতন্ত্রায়ন এবং নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পেশাজীবি কর্মকর্তাবৃন্দকে দায়িত্বভার প্রদান করা হলে প্রতিষ্ঠানটি সে বছরেই প্রথমবারের মতো নীট মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। নীট মুনাফা অর্জনের ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

৬. মিল্ক ভিটার সফলতা অর্জন ক্ষেত্রে সক্রিয় বিষয়াদি:

আর্থিক মুনাফা অর্জনের সাথে-সাথে কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির যে সফলতা মিল্ক ভিটা অর্জন করেছে, তার মূলে রয়েছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াশীল পদক্ষেপ যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর সুপারিশক্রমে ১৯৯০-৯১ সাল হতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিতেও সরকার নিয়োজিত ১/৩ অংশ সদস্য ছাড়া চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদসহ ২/৩ অংশ পদে নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নিয়োগের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।
- এ প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক হতে সর্ব পর্যায়ে সরকার কর্তৃক প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল করে দক্ষ ও পেশাজীবি কর্মকর্তাবৃন্দকে নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
- নতুন ব্যবস্থাপনা কৌশলে সমৃদ্ধ এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পূর্বে মোটেও ছিল না, যার সঠিক প্রবর্তনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজেশন করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মনিটরিং ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রক্রিয়াকে কার্যকরীকরণ ও সেই নিমিত্বে প্রতিটি প্ল্যান্টে কোয়ালিটি সেল' এর প্রবর্তণ করা হয়।
- রক্ষণাবেক্ষণ শাখাকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রতিটি প্লান্টের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সমিতি বিভাগের কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তার জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গবাদি পশুর উন্নয়ন লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন, গো-খাদ্য উন্নয়ন, গবাদি পশুর চিকিৎসার ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে যা দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।
- বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা হয়েছে। নতুন বিক্রয় কৌশল গ্রহণ করে বাজার বৃদ্ধিসহ পণ্য সামগ্রী সহজলভ্য করা হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প ভিত্তিতে সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০ বৎসরের জরাজীর্ণ যন্ত্রপাতিসমূহ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কারখানাসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বিস্তৃত করা হয়েছে।
- পেশাজীবি কর্মচারীবৃন্দের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সুদৃঢ়করণ করে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং একই সাথে গ্রামীণ কৃষকবৃন্দকে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যক্রম উদ্বুদ্ধকরণের জন্য গবাদি পশু প্রতিপালন, কৃত্রিম প্রজনন, গবাদি পশু চিকিৎসা, গো-খাদ্য উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সর্বোপরি ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকার কর্তৃক মিল্ক ভিটার আর্থিক পুনর্বিন্যাস-এর মাধ্যমে সুদ মওকুফ ও মূল ঋণের ৫০% ইক্যুইটিতে রূপান্তরের আর্থিক পুনর্গঠন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

পেশাদারিত্ব ভিত্তিতে মিল্ক ভিটার পরিচালনা কর্মকাণ্ড চলমান রেখে আরো বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান সমবায় অংগনে একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

৭. উপসংহার: সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত মিল্ক ভিটা বর্তমান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে যা ভবিষ্যতে আরো সুদৃঢ় করা হবে। দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও অল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি ন্যায্যমূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত দুগ্ধ বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো জোরদার করবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচণ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রেখে গ্রামীণ কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশিত। মিল্ক ইউনিয়নের এ কর্ম বিস্তৃতির ফলে একদিকে যেমন অতি স্বল্প সময়ে দেশ আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ন হবে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে।

মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

ভাষ্য

দেশে যথাযোগ্য গুণগতমানসম্পন্ন কনডেন্সড মিল্ক-এর উৎপাদন না থাকায় বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ পর্যায়ে খাঁটি দুধ থেকে কনডেন্সড মিল্ক উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়। মূল লক্ষ্য হচ্ছে বি,এস,টি,আই-এর মানানুপাতে পণ্য উৎপাদনের সাথে- সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করা। বস্তুতঃপক্ষে মিল্ক ভিটা নামে পরিচিত এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী সদস্য। সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং দরিদ্র্য, অল্পবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদিন সমিতির মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ করে, কারখানাসমূহে প্রক্রিয়াজাত-এর মাধ্যমে উৎপাদিত উন্নতমানের দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাত করে। প্রতিদিনের এসব কার্যক্রম দিয়ে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের সাথে-সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সুচারুভাবে প্রতিপালন করার প্রেক্ষাপটে সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত মিল্ক ভিটা ইতোমধ্যে দেশের সর্ববৃহৎ দুগ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

প্রতিনিয়ত যেমন পণ্য উৎপাদন বাড়ছে, তেমনি প্রতিষ্ঠানটির গ্রামীণ অবকাঠামো ভিত্তিক প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির কার্যক্রমও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে মিল্ক ভিটা'র কর্মকাণ্ড আরো বিস্তৃত হল। আজ শুভ উদ্বোধনের পর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা হবে এবং এতে করে ক্রেতা সাধারণের হাতের কাছে যথাযোগ্যমানের কনডেন্সড মিল্ক প্রাপ্তি সহজ হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে যথাযোগ্য মানসম্পন্ন দুগ্ধ পণ্য উৎপাদনে এ প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সকলকে সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা।

(এস, এ, এম, আনোয়ারুল হক)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)-এর কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট উদ্বোধনের আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

খাঁটি দুধ উৎকৃষ্ট আদর্শ খাদ্য। সব বয়সের মানুষের জন্য যা অত্যন্ত উপযোগী। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই প্লান্টে প্রস্তুতকৃত দুধ দেশবাসীর জন্য সুলভে পুষ্টিসমৃদ্ধ কনডেন্সড মিল্ক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বাড়াবে বলে আমি মনে করি।

সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত মিল্ক ভিটা দেশের অগণিত দরিদ্র, ভূমিহীন, অল্পবিত্ত ও প্রান্তিক দুধ উৎপাদনকারী কৃষকের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সমবায়ীগণও এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাখছে বিশেষ ভূমিকা। দেশের শহরবাসীরাও পাচ্ছেন ন্যায্যমুল্যে খাঁটি দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য। আমি আশা করি, দেশকে দুগ্ধ তথা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মিল্ক ভিটার এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

আমি মিল্ক ভিটার সাবিক উন্নতি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মিল্ক ভিটার কর্মকাণ্ডে আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য অনেক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে এতদাঞ্চলের মানুষের গর্ব বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারাখানা প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অত্যাধুনিক কনডেন্সড মিল্ক উৎপাদন কারখানা।

খাঁটি দুগ্ধ থেকে কনডেন্সড মিল্ক তৈরীর যে কারখানা আজ উদ্বোধন করা হচ্ছে, মিল্ক ভিটার সফলতার এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভোক্তাদের জন্য খাঁটি দুগ্ধ, কনডেন্সড মিল্কসহ অন্যান্য মানসম্পন্ন দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে মিল্ক ভিটাকে অবশ্যই বিশেষ নজর দিতে হবে। মিল্ক ভিটা'র উৎপাদন সামগ্রী ও এর মান সম্পর্কে বাজারে সুনাম রয়েছে। তাই ফ্রেশ মিল্ক থেকে যে কনডেন্সড মিল্ক হবে তা যাতে যথার্থ গুণ ও মানসম্পন্ন হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। সে সঙ্গে এর বাজারজাতকরণ কার্যক্রমও জোরদার করতে হবে।

আমি আশা করি দেশের সর্বত্রই মিল্ক ভিটার কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হবে। আমরা মিলেনিয়াম গোল দারিদ্র্য বিমোচন চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। সমাজের সর্বস্তরে আমাদের উদ্যোগ হবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দারিদ্র্য বিমোচন করা। দেশের সকল এলাকায় দরিদ্র সমবায়ী কৃষককে মিল্ক ভিটা'র সাথে সম্পৃক্ত করা গেলে তাদের আর্থিক অগ্রগতি জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি মিল্ক ভিটা'র সাথে সম্পৃক্ত সকল সমবায়ী এবং সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরিচালনা পর্ষদসহ অন্যান্য সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সে সাথে কামনা করছি মিল্ক ভিটা'র সার্বিক সাফল্য।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(জিয়াউল হক জিয়া)

চেয়ারম্যান
ব্যবস্থাপনা কমিটি
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

ভাষ্য

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)-এর জন্য আজ অত্যন্ত গৌরবের একটি দিন। খাঁটি দুধ দিয়ে তৈরী কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট-এর শুভ সুচনা হতে চলেছে। এ প্লান্টের মাধ্যমে সমবায়ী দুগ্ধ উৎপাদনকারী দরিদ্র, অল্পবিত্ত ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের দুগ্ধ গ্রহণ করা হবে, আর সম্পূর্ণভাবে খাঁটি দুধ দিয়ে যথাযথ মানানুসারে কনডেন্সড মিল্ক উৎপাদন করে বাজারজাত করা হবে। এ কার্যক্রমের ফলে একদিকে যেমন গ্রামের কৃষকেরা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ বিক্রয় করে তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হবে অন্যদিকে তেমনি দেশে খাঁটি দুধ থেকে তৈরী কনডেন্সড মিল্ক-এর যে চাহিদা রয়েছে তার কিছুটা যোগান দেয়া সম্ভব হবে। এদেশের দুগ্ধ শিল্পের ইতিহাসে নিশ্চিতভাবেই এটা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

লক্ষনীয় যে, গ্রামীণ সমবায়ীদের প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা ইতোমধ্যে সমবায়ীদের সংগঠিত করে দুগ্ধ সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য সরবরাহের একটি অবকাঠামো সার্থকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। সমবায় অঙ্গনে আর্থিকভাবে সফল এ প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। এসব কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত হচ্ছে দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা ও বিভিন্ন দুগ্ধ পণ্য উৎপাদনকারী প্লান্টসমূহ, যার একটি এ কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় একুশ কোটি টাকা ব্যয়ে এ কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার মিল্ক ভিটা'র বিভিন্ন প্লান্ট ও শীতলীকরণ কারখানা স্থাপনে ঋণ ও ইক্যুইটি প্রদানসহ কৃষকদের জন্য গাভী ক্রয়ের নিমিত্তে আর্থিক তহবিলও এ প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করেছে। সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় মিল্কভিটা প্রতিনিয়ত কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করে চলেছে, যাতে অতি অল্প সময়ে সারাদেশব্যাপী এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেয়া যায়। দুগ্ধ ক্ষেত্রে 'শ্বেত-বিপ্লব' ঘটিয়ে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বনির্ভর করা যায়। মিল্ক ভিটা'র মাধ্যমে কৃষকদের দুগ্ধের ন্যায্য মূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত বাজার গড়ে উঠায় কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচণ প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে। পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র-বিমোচন প্রক্রিয়ায় মিল্ক ভিটা আগামীতে আরো অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)

মিল্ক ভিটা কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট

স্থান	: বাঘাবাড়ীঘাট, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা	: ৯৬,০০০ ক্যান (প্রতি ৮ ঘন্টায়)।
বিশেষত্ব	: দেশে উৎপাদিত টাট্কা তরল দুধ থেকে বিএসটিআই মানসম্পন্ন কনডেন্সড মিল্ক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ।
বিএসটিআই-এর মান	: Milk Fat - 8% Sugar - 45% Lactose & Milk Solid non-fat - 20% Water - 27%
যে সব দেশের মেশিনারী কম্পোনেন্টসমূহ ব্যবহৃত	: ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালী ও জার্মানী।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
সহযোগিতায় : বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম